সমাজে সংগ্রহশালার ভূমিকা

বহু পুরানো কালে সংগ্রহশালাকে বস্তুর মজুদ কক্ষ হিসাবে গণ্য করা হতো। ধাপে ধাপে মজুদকক্ষে রাখা বস্তুর সংরক্ষণ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। বস্তু সংরক্ষণতো করা হলো, কিন্তু এই সংরক্ষিত বস্তু কি শুধু একটি কক্ষে বন্দী থাকবে? ধীরে ধীরে ভাবনা শুরু হলো যে এই শিল্পবস্তু সাধারণ মানুষের সামনে আনা দরকার। শিল্পবস্তু গুদাম ঘরে মজুদ থাকলে তার কোনো মূল্য থাকে না। শুরু হলো শিল্প বস্তুর প্রদর্শন। যেদিন সর্বসাধারণের জন্য শিল্প ভান্ডারের দরজা উন্মুক্ত হলো সে দিন থেকে সংগ্রহশালা সমাজের অংশ হয়ে গেলো। প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রথমদিকে মানুষ শিল্প বস্তু থেকে শুধু বিনোদন লাভ করল অর্থাৎ একসময় সংগ্রহশালায় বস্তু প্রদর্শন করা হতো সাধারণ মানুষের আনন্দ দেয়ার জন্য। যেমন করে মানুষ যাত্রা, সিনেমা, নাটক দেখতে যায় সেরকম সংগ্রহশালাও ছিল একটি বিনোদনের মাধ্যম। বিশেষত শিশুদের কাছে। কিন্তু মানুষের জ্ঞান পিপাসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং সংগ্রহশালার কার্যাবলী বিস্তারের ফলে সংগ্রহশালা তার সংগৃহীত বস্তু প্রদর্শন করে শুধুমাত্র বিনোদন দেওয়ার চেষ্টা করল না। বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষা দান পর্ব শুরু হলো। আজ একবিংশ শতাব্দীতে সংগ্রহশালার সামাজিক ভূমিকা বহুমুখী। পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংগ্রহশালা আভ্যন্তরীণ বা নিজস্ব কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্বে সমাজে সংগ্রহশালার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হবে। সমাজে সংগ্রহশালার ভূমিকাকে আমরা প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি—

১. সংগ্রহশালার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা
২. সংগ্রহশালার অর্থনৈতিক ভূমিকা
৩. সংগ্রহশালার বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা

১. সংগ্রহশালার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা :

সমাজে সংগ্রহশালার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গেলে সবচেয়ে প্রথমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকার প্রসঙ্গ আসবে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা বলতে আমরা সমাজে সংগ্রহশালার তিনটি উল্লেখযোগ্য অবদান উল্লেখ করব।

১.১ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সংগ্রহশালারর ভূমিকা (Preservation and conservation of community's cultural and natural heritage)

১.২ সামাজিক শিক্ষা বিস্তারে সংগ্রহশালার ভূমিকা। (Educational Role of Museums)

১.৩ আর্থিক উন্নয়নে সংগ্রহশালার ভূমিকা। (Role of Museums for economic develpment)

১.১ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সংগ্রহশালা :

প্রাচীনকালে যখন সংগ্রহশালাগুলিকে মজুদ কক্ষ বলা হতো তখনও বিভিন্ন শিল্পজাত বস্তু সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করে রাখা হতো। অর্থাৎ অতি প্রাচীনকাল থেকেই সংগ্রহশালার প্রধান ভূমিকা ছিল কোনো গোষ্ঠী বা দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ সুরক্ষিতভাবে গচ্ছিত রাখা। এখানে শুধু সাংস্কৃতিক সম্পদের কথা বলা হলো এই কারণে যে প্রথমদিকে ঐতিহ্যবাহী সম্পদ বলতে শুধু সাংস্কৃতিক বস্তু অর্থাৎ মূর্ত্তি, চিত্র, ব্যবহৃত বিভিন্ন পাত্র, মুদ্রা ইত্যাদি বোঝাতো কিন্তু পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তু অর্থাৎ উদ্ভিদ, প্রাণী, নদী, জলাশয়, খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে গণ্য হয়। কোনো গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সংগ্রহশালা যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করে তা হলো—

✸ ঐতিহ্যশালী বস্তুগুলির চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহ, লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ :

সংগ্রহশালার প্রধান কাজই হলো প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বস্তুর সংরক্ষণ আর সেই কাজের প্রথম ধাপ হলো উভয় ঐতিহ্যশালী বস্তুর চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণ।

✸ চিহ্নিতকরণ : কোনো একটি অঞ্চলের যত প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বস্তু আছে সেই বস্তুর মধ্যে যেগুলি কোনো গোষ্ঠীর পরিচয়, গোষ্ঠীর ঐতিহ্য বা গোষ্ঠীর মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে জড়িত অর্থাৎ ঐতিহ্যের দিক থেকে দুঃস্প্রাপ্য ও অমূল্য সেগুলি সংগ্রহশালার দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করি : স্পর্শক (Tangible)। অস্পর্শক (Intangible)

স্পর্শক সাংস্কৃতিক বস্তুর ৩টি ভাগ—১. স্থাবর ঐতিহ্য (যা একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায় না) এবং **২. অস্থাবর ঐতিহ্য** (যে ঐতিহ্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায়)। **৩. জলাধীন ঐতিহ্য** স্থাবর সাংস্কৃতিক বস্তুর মধ্যে প্রাচীন মন্দির, মসজিদ, গীর্জা বা অন্য কোনো ধর্মস্থান, ঐতিহাসিক বা স্মৃতি বিজরিত কোনো ভবন, অস্থাবর ঐতিহ্যের মধ্যে খনন কার্য বা খোলা ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য, বিভিন্ন ধরনের চিত্র, মুদ্রা, প্রতিদিনের ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী। আবার জলাধীন সাংস্কৃতিক বস্তুর মধ্যে নদী, হ্রদ বা সমুদ্রের নীচে কোনো প্রাসাদ বা গড়কে বোঝানো হয়। অস্পর্শক ঐতিহ্যের মধ্যে লোককথা, ভাষা, লিপি, দক্ষতা, লোকনৃত্য প্রভৃতি। প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের বস্তুকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—ভূতাত্ত্বিক, জৈবিক এবং প্রাকৃতিক ভূমিরূপ, ভূতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের মধ্যে গিরিখাত, পাথর, খনিজ প্রভৃতি; জৈবিক ঐতিহ্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং প্রাকৃতিক ভূমিরূপের মধ্যে পর্বত, পাহাড়, মালভূমি, অরণ্য, মরুভূমি প্রভৃতি।

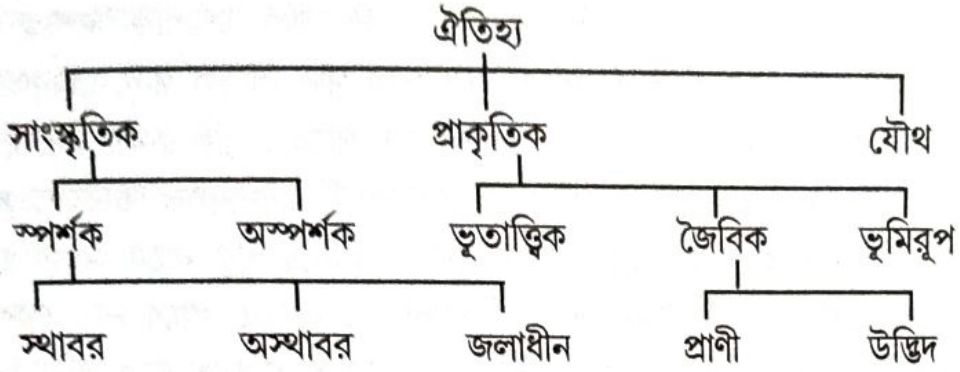

যেসব সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের কথা বলা হলো সেগুলো সংগ্রহশালা বিশেষজ্ঞ দ্বারা গোষ্ঠীর মানুষের সাহায্যে চিহ্নিত করবে। কোনো একটি গোষ্ঠী বা সমাজ তার নিজস্ব ঐতিহ্য, সবচেয়ে ভালো চেনে তাই চিহ্নিতকরণের কাজে গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা অবশ্যই দরকার।

✹ **সংগ্রহ :** সংগ্রহশালার প্রধান কাজ বস্তু সংগ্রহ করা। ঐতিহ্যমান বস্তু চিহ্নিতকরণের ঠিক পরেই সংগ্রহশালা তার নিজস্ব সংগ্রহনীতি অনুযায়ী বস্তু সংগ্রহ করে। ঐতিহাসিক সংগ্রহশালাগুলি ঐতিহাসিক দ্রব্য এবং বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক সংগ্রহশালাগুলি বিভিন্ন বিজ্ঞান ও প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন দ্রব্য সংগ্রহ করে। পূর্বে সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতিকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যাইহোক সংগ্রহশালা ঐতিহ্যশালী বস্তু সংগ্রহ করে সমাজে বা গোষ্ঠীর ঐতিহ্যের ধারক হয়ে থাকে। তবে অস্থাবর ঐতিহ্যর বস্তুগুলি ছোটো হওয়ায় সেগুলি সংগ্রহশালা কক্ষে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। যেমন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত মাটির পাত্র, মুদ্রা, দেবদেবীর মূর্ত্তি, পুতুল প্রভৃতি আর স্থাবর ও প্রাকৃতিক বস্তুগুলি তাদের নিজস্ব জায়গায় অবস্থান করবে। যেমন—স্মৃতি সৌধ প্রভৃতি। আর প্রাকৃতিক বস্তুতো সংগ্রহশালায় আনার সম্ভবনাই নেই কেবলমাত্র উদ্ভিদ, প্রাণী, পাথর, খনিজের কিছু নমুনা ছাড়া। তবে বর্তমানে নব সংগ্রহশালা বিদ্যার যে প্রবর্তন দেখা গেছে তার সূত্র অনুযায়ী ঐতিহ্যের বস্তুকে তার নিজস্ব পরিবেশে রেখে প্রদর্শন করলে তা অনেক বেশি আন্তরিক, নিজস্বতা বজায় থাকে। কিন্তু বস্তুর সংরক্ষণের ভাবনা থেকে অনেক সময়ই বস্তুকে খোলা জায়গায় রোদ জলে মধ্যে রাখা যায় না। তাতে বস্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই বৃহৎ বস্তু তার প্রকৃত স্থানে এবং ক্ষুদ্র সাংস্কৃতিক বস্তুগুলো সংগ্রহশালায় সংগ্রহ করে রাখা হয়।

স্থাবর ও অস্থাবর সাংস্কৃতিক বস্তু ও প্রাকৃতিক বস্তু চিহ্নিতকরণ ও সংগ্রহ করা যতটা সহজ। অস্পর্শক বস্তু চিহ্নিতকরণ করার পর তা সংগ্রহ করা পদ্ধতি আলাদা। কোনো গোষ্ঠীর লোকগান, ভাষা, লোকগীতি, লোকনৃত্য প্রভৃতি অস্পর্শক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলি সংগ্রহশালা সংগ্রহ করে যাতে কখনও সেগুলি না হারিয়ে যায়।

স্থাবর ও অস্থাবর সাংস্কৃতিক বস্তু ঐতিহ্য হিসাবে সমাজে স্বীকৃত তাই গোষ্ঠীর নিজস্ব বস্তুগুলি নিয়ে ঐ গোষ্ঠীর মানুষেরা যেমন সচেতন তেমনি বাইরের মানুষেরা সেগুলি সংগ্রহ করে সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে সচেতন। কিন্তু অস্পর্শক বস্তু অনেক সময়ই মানুষের অগোচরে থেকে যায়। এই অস্পর্শক বস্তুকে সংগ্রহ করে সুরক্ষিত রাখা সংগ্রহশালা একটি বড়ো কাজ। কোনো গোষ্ঠীর নিজস্ব

লোককথা, লোকগান, লোকনৃত্য, খাদ্যবাস, বাসস্থান, অলংকার, পোশাক আশাক প্রভৃতি ঐ গোষ্ঠীর অস্পর্শক ঐতিহ্যের বস্তু। যেমন—পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালি গান, বাউল গান, ছৌনৃত্য প্রভৃতি অস্পর্শক সাংস্কৃতিক বস্তু। এরকম অনেক অস্পর্শক সাংস্কৃতিক বস্তু আছে যেগুলি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। আজকাল ছৌনৃত্য দেখাই যায় না। পুরুলিয়ার যে অঞ্চলের এই নৃত্যটি সেখানকার ভবিষ্যত প্রজন্ম এই নৃত্যের প্রতি আগ্রহী নয় ফলে একদিন হয়ত আসবে যেদিন আমরা শুধু নামে জানব যে ছৌনৃত্য বলে একটি নৃত্য ছিল। সেই নৃত্যটি কেমন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা দেখতে পারে না। এরকম ভাবে অনেক লোককথা, লোকগান, ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। ভাবলে অবাক হতে হতে হবে প্রতি ১৫ দিনে পৃথিবীর থেকে একটি করে ভাষা শেষ হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে এখনোও এমন অনেক ভাষা আছে যা হয়ত একজন বা দুজন বলে। ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পর ভাষাটি শেষ হয়ে যাবে।

অস্পর্শক বস্তুকে সংগ্রহ করে সংগ্রহশালা ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তাদের ঐতিহ্য তুলে ধরে। বিভিন্নভাবে অস্পর্শক বস্তু সংগ্রহ করা যায়—

(ক) টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে লোকগান, লোককথা বা ভাষা সংগ্রহ করা যায়।

(খ) ভিডিও রেকর্ডারের মাধ্যমে লোকনৃত্য, যাত্রা, নাটক বা বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংগ্রহ করা যায়।

(গ) বর্তমান শিল্পীদের নিয়ে সংগ্রহশালার মধ্যে প্রশিক্ষণ শিবির করা যায়। সেখানে বর্তমান প্রজন্মের শিল্পীরা পুরানো দক্ষ শিল্পীদের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে যে-কোনো ধরনের অস্পর্শক বস্তুকে সংরক্ষিত রাখবে।

(ঘ) লোকনৃত্য, গান, নাটক, যাত্রা প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পার্থিব বস্তু যেমন—ছৌনাচের মুখোশ, ঢোল, বিভিন্ন গানের বাদ্যযন্ত্র ও পোশাক সংগ্রহশালা সংগ্রহ করে প্রদর্শন করবে।

* **লিপিবদ্ধকরণ :** প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর বস্তু চিহ্নিতকরণ ও সংগ্রহের পর তা অবশ্যই লিপিবদ্ধকরণ করা হয়। লিপিবদ্ধকরণ শুধু বস্তুর সংখ্যার হিসাব রাখার জন্য নয়। একটি বস্তুর সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধকরণে নথিভুক্ত থাকে। যার দ্বারা ভবিষ্যতে ওই বস্তুকে নিয়ে বা ওই বস্তু সম্পর্কিত কোনো বিষয় নিয়ে গবেষণার জন্য ওই তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়। এখানেও উল্লেখ করা প্রয়োজন সংগ্রহশালা যখন কোনো গোষ্ঠীর ঐতিহ্যশালী বস্তুকে লিপিবদ্ধ করবে তখন অবশ্যই ওই গোষ্ঠীর মানুষকে ওই কাজে নিযুক্ত করতে হবে। কারণ কোনো গোষ্ঠী তার নিজস্ব বস্তুকে যত ভালো চেনে অন্য কোনো বাইরের মানুষ ততটা ভালো জানবে না। লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে স্থাবর বস্তুগুলো প্রকৃত অবস্থানও জানা যায়। যেমন একটি অঞ্চলে প্রাচীন ধর্মীয় স্থান ও ঐতিহাসিক ভবন কোথায় রয়েছে তা সংগহশালা মানচিত্রের মাধ্যমে দর্শকদের জানিয়ে দেবে। আর অস্থাবর বস্তুগুলো সংগ্রহশালা সংগ্রহ করে তার প্রদর্শন কক্ষে রাখে।

এইভাবে কোনো গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যগুলি চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকণের মাধ্যমে সংগ্রহশালাগুলি ঐতিহ্যকে রক্ষা করার প্রাথমিক কাজটি করে রাখে।

* **ঐতিহ্যশালী বস্তুগুলি সংরক্ষণ :** সংগ্রহশালার সামাজিক ভূমিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের বস্তুগুলির যথাযথ সংরক্ষণ। যাতে ভবিষ্যত প্রজন্মের হাতে তাদের

পুরানো ঐতিহ্য তুলে দেওয়া যায়। আর এই সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে বস্তুর চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহ এবং লিপিবদ্ধকরণ জরুরী। এর পরেই বস্তুর সংরক্ষণের ওপর জোর দিতে হয়। এই সংরক্ষণ দুইভাবে করা যায়—

(ক) সতর্কতামূলক সংরক্ষণ এবং

(খ) চিকিৎসামূলক সংরক্ষণ

পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে সংগ্রহশালার বস্তু সংরক্ষণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে তবে সেক্ষেত্রে বেশিরভাগই স্পর্শক সাংস্কৃতিক বস্তু নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই অংশে অস্পর্শক ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

অস্পর্শক ঐতিহ্য সংরক্ষণ : স্পর্শক বস্তু সংরক্ষণে বিষয়ে বেশিরভাগ সংগ্রহশালা অল্পবিস্তর পরিকাঠামো রয়েছে কিন্তু অস্পর্শক ঐতিহ্যশালী বস্তু যেমন—লোকগান, লোকনাট্য, লোকনৃত্য, হস্তশিল্প ও তা তৈরী করার দক্ষতা প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার। অস্পর্শক বস্তু সংরক্ষণে যে পদ্ধতি গুলি অনুসরণ করা হয় তা হলো—

✸ **অডিও টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে :** উন্নতমানের শব্দ সংগ্রহ যন্ত্র অর্থাৎ অডিও টেপরেকর্ডারের সাহায্যে লোকগান, লোকগাথা, হারিয়ে যাচ্ছে এমন ভাষা প্রভৃতিকে রেকর্ড করে কম্পিউটারের সংগ্রহ করে রাখতে হবে। একাধিক সিডি বা ডিভিডির মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখা যায়। তবে মনে রাখতে হবে যে এই রেকর্ড করা বিষয় যেন একাধিক যন্ত্রে সংরক্ষণ করে রাখা হয় কারণ কোনো ভাবে একটি কম্পিউটার বিকল হলে অন্য কম্পিউটার বা সিডি থেকে উদ্ধার করা যায়।

✸ **ভিডিও রেকর্ডারের মাধ্যমে :** শুধু অডিও রেকর্ড করার থেকে অডিও ভিডিও রেকর্ড অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও কার্যকরী সংরক্ষণ মাধ্যম। বিভিন্ন লোকনৃত্য, লোকনাট্য, যাত্রা প্রভৃতি হস্তশিল্প বানানোর পদ্ধতি প্রভৃতি অডিও ভিডিও রেকর্ডারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখা সংগ্রহশালার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আমাদের অনেক প্রাচীন প্রথা আজ হারিয়ে গেছে। অস্পর্শক ঐতিহ্যর অনেক কিছুই আজকাল দেখা যায় না বিশেষত শহরাঞ্চলে। একটা সময় বাংলায় যাত্রা বহুল প্রচলিত একটি বিনোদন এবং সামাজিক বক্তব্য রাখার মাধ্যম ছিল। আধুনিক সিনেমা ও অন্যান্য বিনোদনের জন্য আজকাল যাত্রার সংখ্যা অনেক কমে গেছে। একটা সময় আসবে হয়ত বাংলার যাত্রাপালা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই এই সব লোকনাট্যকে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করে রাখতে হলে ভিডিও রেকর্ডারের মাধ্যমে তা ধরে রাখতে হবে। ছৌ নাচ, সাঁওতালি নাচ প্রভৃতি খুব সুন্দর ভাবে ভিডিও করে তা একদিকে যেমন সংগ্রহশালায় প্রদর্শন করা যায় তেমনি ঐসব নৃত্য, গান কখনো বাস্তবে হারিয়ে গেলেও, সংগ্রহশালায় তা সংরক্ষিত রয়ে যাবে।

✸ **স্থির আলোকচিত্রের মাধ্যমে :** সমস্ত সংগ্রহশালায় অডিও ভিডিও করার মতো বা করার পর তা সংরক্ষণ করে রাখার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো অর্থাৎ ক্যামেরা, কম্পিউটার প্রভৃতি নাও থাকতে পারে। বিশেষত প্রত্যন্ত গ্রামীণ সংগ্রহশালাগুলির ক্ষেত্রে এ সমস্যা খুব বেশি দেখা যায়। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকনৃত্য, নাটক, হস্তশিল্প প্রভৃতির স্থির আলোকচিত্র ক্যামেরার মাধ্যমে তুলে সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করে

রাখা হয়। অনেকসময় বড়ো বড়ো সংগ্রহশালাগুলি অডিও ভিডিওর পাশাপাশি আলোকচিত্রের মাধ্যমেও অস্পর্শক ঐতিহ্য বস্তুর সংরক্ষণ করে কারণ আলোকচিত্র সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা অনেক সহজ।

✸ **প্রশিক্ষণের মাধ্যমে :** যতই আমরা আমাদের প্রাচীন প্রথা, রীতি, ধারণাগুলোকে অডিও, ভিডিও ও আলোকচিত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করি সেটা কখনই প্রকৃত বস্তুর বিকল্প হতে পারে না। একটি যাত্রা বা ছৌনাচ বা বাউল গান সরাসরি দেখা বা শোনার বিকল্প হিসেবে অডিও ভিডিও জায়গা নিতে পারে না। আমাদের বিভিন্ন অস্পর্শক ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে গেলে বা সংরক্ষণ করে রাখতে গেলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তা শিখতে হবে। আর এক্ষেত্রে সংগ্রহশালার ভূমিকা অগ্রগণ্য। বিভিন্ন সংগ্রহশালা তার অধীনস্থ অঞ্চলের বিভিন্ন মৌখিক ইতিহাস চিহ্নিত করার পর সেগুলি যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম বহন করতে পারে তার জন্য সংগ্রহশালাগুলি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে। বিভিন্ন সংগ্রহশালা লোকগান, নাট্য, নৃত্য, বিভিন্ন হস্তশিল্পের ওপর প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে নতুন প্রজন্মকে ঐ ঐতিহ্যগুলির বিষয়ে দক্ষ করে তোলে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেখানো হলো অস্পর্শক বস্তু সংরক্ষণের সবচেয়ে ভালো উপায় বিভিন্ন সংগ্রহশালায় আমরা এরকম অনেক কর্মশালা বা প্রশিক্ষণ শিবির দেখতে পাই সেগুলির দ্বারা সংগ্রহশালাগুলি গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণ রাখে। ২০১৯ সালের আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা দিবস পালন উপলক্ষে জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সেখ নুরউদ্দিন নুরানি মিউজিয়াম অফ্ হেরিটেজ একটি কর্মশালার আয়োজন করে যেখানে স্থানীয় প্রায় হারিয়ে যাওয়া হস্তশিল্পগুলিকে প্রশিক্ষক দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের শেখানো হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই কর্মশালায় যোগদান করে এবং তারা উৎসাহ নিয়ে হস্তশিল্প বানানোর দক্ষতা অর্জন করে।

✸ **অস্পর্শক ঐতিহ্য বস্তু প্রদর্শনের মাধ্যমে :** একসময় যেসব লোকগীত, নৃত্য, নাটক মানুষের বিনোদনের প্রধান মাধ্যম ছিল আজ তা হারিয়ে যেতে বসেছে। এই প্রায় হারিয়ে যাওয়া লোকচর্চাগুলি সংগ্রহশালা প্রদর্শনের মাধ্যমে সংরক্ষিত রাখে। সংগ্রহশালায় স্পর্শক ঐতিহ্য বস্তু প্রদর্শনের জন্য যেমন স্থায়ী কক্ষ থাকে তেমনি সংগ্রহশালায় নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে বা খোলা স্থানে মঞ্চ করে লোকচর্চাগুলি প্রদর্শন করা হয়। যেসব সংগ্রহশালা পর্যটন কেন্দ্রের মধ্যে বা সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত তারা প্রায়শই স্থানীয় লোকগীতি, নৃত্য ও নাটক স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা প্রদর্শিত করে। এতে একদিকে যেমন শিল্পীদের আয়ের উৎস হয় তেমনি স্থানীয় ঐতিহ্যগুলি বাইরের পর্যটকদের সামনে উপস্থিত করে নিজেদের সংস্কৃতির পরিচয় ঘটায়। কর্ণাটকের জনপদ লোক মিউজিয়াম সারা বছর ধরে বিভিন্ন উৎসব এবং তার সঙ্গে জড়িত লোকগান, নৃত্য রীতিনীতি পালন করে। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারী মাসে তিন চার দিন ধরে কর্ণাটকের লোক শিল্পীরা পর্যটকদের সামনে বিভিন্ন ধরনের কলা প্রদর্শন করে। এইভাবে প্রদর্শনের মাধ্যমে সংগ্রহশালাগুলি লোকসংস্কৃতিকে সংরক্ষিত রাখে।

প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের বস্তু সংরক্ষণ : প্রাকৃতিক ঐতিহ্য বস্তু সংরক্ষণেও বর্তমানে সংগ্রহশালাগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে প্রাকৃতিক ঐতিহ্যশালী বস্তুগুলি কোনগুলি সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা সবার আগে প্রয়োজন। ১৯৭২ সালে ইউনেস্কোর বিশ্ব সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় যে সম্মেলন হয় তার ধারা ২-এ প্রাকৃতিক ঐতিহ্য বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হলো—

সম্মেলনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রাকৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে গণ্য করা হবে—

* প্রাকৃতিক ও জৈবিক গঠন অথবা ঐ গঠনের সমষ্টি যার বৈজ্ঞানিক ও সৌন্দর্য্যের দিক থেকে বিশ্বজনীন অসামান্য মূল্য রয়েছে।

* ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূমিরূপ গঠন এবং বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণী বসবাস করা সঠিকভাবে নির্দিষ্ট এলাকা যার বৈজ্ঞানিক এবং সংরক্ষণের দিক থেকে বিশ্বজনীন অসামান্য মূল্য রয়েছে।

* প্রাকৃতিকক্ষেত্র অথবা বিজ্ঞান, সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক থেকে সঠিকভাবে নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক অঞ্চল যার বিশ্বজনীন অসামান্য মূল্য রয়েছে।

সুতরাং উপরিউক্ত আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা থেকে একটি বিষয় পরিস্কার যে যে সব প্রাকৃতিক বস্তু বৈজ্ঞানিক, সংরক্ষণ এবং সৌন্দর্য্যের দিক থেকে অসামান্য মূল্যবান সেগুলিকে আমরা আমাদের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে গণ্য করি এবং সেগুলি সংগ্রহশালা কিভাবে রক্ষা করে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। বর্তমানে নব সংগ্রহশালা বিদ্যায় সৃষ্ঠ সংগ্রহশালাগুলি প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার্থে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। যেমন, ইকো মিউজিয়াম, ইকোলজি মিউজিয়াম, প্রাকৃতিক ইতিহাস সংগ্রহশালা ইত্যাদি। সংগ্রহশালাগুলি যেসব পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করে তা হলো—

(ক) **প্রদর্শনের মাধ্যমে**—যে-কোনো সংগ্রহশালার মাধ্যমে কোনো বিষয়ে শিক্ষাদানের প্রথম পদক্ষেপ হলো প্রদর্শন। প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে সংগ্রহশালাগুলি বস্তুকে যেভাবে প্রদর্শন করে তা হলো—

* **অঞ্চলের অবস্থান**—সাধারণ দর্শককে প্রাকৃতিক বিষয়ে সচেতন করতে গেলে সবার প্রথমে কোনো ব্যক্তি যে অঞ্চলের বাসিন্দা সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে সেই ব্যক্তিকে সচেতন করানো উচিত। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে আশেপাশের প্রাণী, উদ্ভিদ, নদী, হ্রদ, পুকুর, বনভূমি, পাহাড় পর্বত প্রভৃতি। সংগ্রহশালাগুলি ট্রপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র, আলোক চিত্র, অডিও ভিডিও প্রভৃতির মাধ্যমে কোনো অঞ্চলের প্রাকৃতিক উপাদানগুলি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দান করতে পারে। ভূমি ব্যবহারের মানচিত্রও কোনো কোনো সংগ্রহশালা প্রদর্শন করে থাকে।

* **জলবায়ুর চার্ট ও মানচিত্র** : জলবায়ু হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান যা মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। মানুষের খাদ্যাভাস, বাসস্থান, বস্ত্র এমনকি দৈহিক গঠনও জলবায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিভিন্ন কৃষিকাজ করার জন্যও জলবায়ুর প্রকৃতি জানা অবশ্যই দরকার। সংগ্রহশালাগুলি তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের চার্ট ও মানচিত্র দিয়ে দর্শকদের কাছে জলবায়ু বিষয়টি উপস্থাপনা করে।

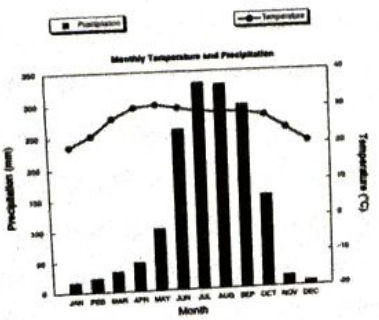

উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের চার্ট

❋ **ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা ও খনিজ :** কোনো অঞ্চলের কৃষি কাজ ও বসতি করার জন্য সেই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি জানা অবশ্যই দরকার। ভূমির ঢাল অনুসারে কৃষিকাজ হয়ে থাকে। এর সঙ্গে মৃত্তিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং কৃষিকাজের উন্নতি করতে গেলে ভূমিরূপ ও মৃত্তিকার প্রকৃতি জানা দরকার। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগ্রহশালা প্রদর্শনের মাধ্যমে ভূমিরূপ ও মৃত্তিকা বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে। বিভিন্ন মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহশালায় রাখা হয় তা ছাড়া, কোনো মৃত্তিকা কোনো ফসলের উপযোগী সেই সম্বন্ধে চার্ট প্রদর্শন করা হয়। কোনো অঞ্চলে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হলে তার বিবরণও সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত হয়।

❋ **প্রকৃতি চর্চা বা Nature Study :** প্রাকৃতিক বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান দানের সবচেয়ে ভালো উপায় প্রকৃতিচর্চা বা নেচার স্টাডি, এর মাধ্যমে কোনো অঞ্চলে প্রাণী, উদ্ভিদ, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়।

❋ **ক্ষেত্র সমীক্ষা :** সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন দুঃস্প্রাপ্য প্রাকৃতিক বস্তু সংগ্রহ করা যায়। যেমন সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী সংগ্রহ করে সংগ্রহশালায় প্রদর্শন করা যেতে পারে।

❋ **বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিন পালন :** সংগ্রহশালাগুলি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণীয় বা উল্লেখযোগ্য দিনগুলি পালন করে। এই পালনের মাধ্যমে দর্শকদের বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা যায়। যেমন ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন ইত্যাদি।

❋ **ছবি প্রদর্শন :** বন্যপ্রাণী, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার ওপর তথ্য চিত্র সংগ্রহশালায় প্রদর্শনের মাধ্যমে দর্শকদেরকে সচেতন করা হয়। যাতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ভবিষ্যতের জন্য সুরক্ষিত থাকে।

১.২ সামাজিক শিক্ষা বিস্তারে সংগ্রহশালার ভূমিকা :

সংগ্রহশালা বা মিউজিয়াম শব্দের উৎস যদি দেখা যায় তা হলে দেখা যাবে গ্রীক শব্দ মিউজিয়ন থেকে এসেছে যার অর্থ মিউজ দেবীর মন্দির। আর এই মিউজ দেবীরা এক একজন এক একটি বিষয় যেমন সংগীত, নাটক, কাব্য, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গ্রীক মিউজ দেবীরা ভারতের সরস্বতী দেবীর মতো বলা যায়। সুতরাং নামের জন্ম থেকেই সংগ্রহশালা শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে জড়িত।

২৮৩ খ্রি. পূর্বাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ায় যে সংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটি এক অর্থে ছিল শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। সেখানে একটি বিশাল গ্রন্থাগার ছিল এবং বিভিন্ন বিদ্যার্থীরা সেখানে এসে প্রকৃতি, দর্শন, সমাজবিদ্যা প্রভৃতির পাঠ নিতো, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্যারিসের লুভরে সংগ্রহশালাটি প্রথম সরকারী সংগ্রহশালা যেটি রাষ্ট্রের শিক্ষা পদ্ধতির অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রেণিকক্ষ বা গ্রন্থাগার কেউই মৌখিক শিক্ষা এবং যোগাযোগের মাধ্যমের যৌথ ভূমিকাকে শিক্ষাদানের পদ্ধতি হিসাবে দৃঢ় করতে পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মানুষ দেখলো যে সংগ্রহশালা এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষার্থীর সঙ্গে বিষয়ের যোগাযোগ নিবিড়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লন্ডনে ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ্ সায়েন্স এন্ড আর্ট (এখন সায়েন্স মিউজিয়াম এবং ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়াম) পৃথিবীতে বৃহৎ সংগ্রহশালাগুলির মধ্যে প্রথম যা শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং সুন্দর নকশা প্রদর্শনের জন্য গড়ে উঠেছিল।

১৮৮০ সালে নিউইর্য়কে মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ্ আর্ট-এর নতুন ভবনের উদ্ঘাটনের সময় যোশেফ এইচ চোয়েত মন্তব্য করেছিলেন যে শুধুমাত্র অলসদের সময় অতিবাহিত করার জন্য এই অনুসন্ধিৎসা কক্ষ তৈরীর পরিকল্পনা করা হয়নি বরঞ্চ ক্রমাগত বস্তু সংগ্রহ করে এই সংগ্রহশালাকে একটি তথ্য প্রদান এবং মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির সংস্থা হিসাবে তৈরী করা হবে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংগ্রহশালাগুলির শিক্ষামূলক ভূমিকা নিয়ে চর্চা শুরু হয়। ১৯৫১ সালে সংগ্রহশালার শিক্ষামূলক ভূমিকাকে আন্তর্জাতিকভাবে যথাযথ এবং পরিকল্পনামূলক ভাবনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫২ সালে ব্রকলিনে 'সংগ্রহশালার শিক্ষামূলক ভূমিকা' সমন্ধীয় ইউনেস্কোর সেমিনারে সংগ্রহশালার শিক্ষামূলক দায়িত্ব বিশ্ব জুড়ে মান্যতা পায়। ওই সেমিনার যোগদানকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা তাদের দেশে ফিরে এসে দেশের সংগ্রহশালাগুলি কিভাবে শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা নিতে পারে সে সম্বন্ধীয় সেমিনারের আয়োজন করে। ১৯৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে সংগ্রহশালা পরিষদ দ্বারা এরকম একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ১৯৬৬ সালে দিল্লীতেও সংগ্রহশালার শিক্ষামূলক ভূমিকা নিয়ে একটি সেমিনার হয়।

সাধারণ ধারণায় বা অর্থে সংগ্রহশালা একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান নয়। সংগ্রহশালা শিক্ষা একটি বৃহৎ ধারণা। সংগ্রহশালাবিদ এলান হুপার গ্রীণ হিল (১৯৮৮) শিক্ষার ব্যাপারে সংগহশালাকে এইভাবে ভেবেছেন যে— এটি এমন একটি সংস্থা যা বিভিন্নভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরে। সংগ্রহশালার শিক্ষা বলতে বোঝায় সংগ্রহশালা এমনভাবে শিখনের পরিবেশ বা অবস্থা তৈরী করে যে দর্শক সেখান থেকে শিক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এখানে শিখনের পরিবেশ বা অবস্থা বলতে বোঝায় যে সংগ্রহশালা তার বস্তুগুলিকে এমনভাবে প্রদর্শন করবে যা শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করবে এবং দর্শকরা দর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করবে। সংগ্রহশালার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রদানের পদ্ধতিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—

১.২.১ সংগ্রহশালার মধ্যে বস্তুর প্রদর্শনের মাধ্যমে (In house programme)

১.২.২ সংগ্রহশালার বাইরে বস্তুর প্রদর্শনের মাধ্যমে (Outreach Programme)

১.২.১ সংগ্রহশালার মধ্যে বস্তুর প্রদর্শনের মাধ্যমে—সাধারণত প্রথাগত সংগ্রহশালাগুলি বেশির ভাগই তার নিজস্ব ভবনের বিভিন্ন কক্ষে বস্তু প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রদান করে তাকে। তবে বস্তু প্রদর্শনকে শিক্ষামূলক ও আকর্ষণীয় করতে গেলে যে বিষয়গুলি অবশ্যই পালন করা উচিত তা হলো—

* বিষয় অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে বস্তু প্রদর্শন, যাতে যে বিষয়ে যে দর্শক আগ্রহী যে যেন সহজে তার আগ্রহের বিষয়টি দেখতে পারে।

* বস্তুগুলিকে খুব সুন্দর ভাবে লেবেল করা দরকার। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে সংগ্রহশালায় শুধুমাত্র একটা বস্তু রেখে দিলে সেই বস্তু সম্বন্ধে সম্যক্ষ জ্ঞান দান করা যায় না। সেই বস্তুর ইতিহাস, বাহ্যিক বিবরণ, গুরুত্ব, ব্যবহার প্রভৃতি যথাযথ লেবেলের মাধ্যমে উপস্থাপনা করা দরকার।

* লেবেলগুলি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ভাষার পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষায় সাধারণ মানুষের বোধগম্য বাক্যে প্রকাশ করতে হবে।

* প্রদর্শন কক্ষে যথাযথ আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

* প্রদর্শনকে আকর্ষণীয় করতে অডিও-ভিডিও এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

* প্রদর্শন দেখার পর দর্শকরা যাতে তাদের মতামত জানাতে পারে সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে সংগ্রহশালা তার প্রদর্শনের মান যাচাই করার সুযোগ পাবে।

সংগ্রহশালার মধ্যে বস্তু প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো ধরনের দর্শক আসছে সেকথা মাথায় রাখতে হবে। একটি সংগ্রহশালায় নার্সারি ছাত্র থেকে ডক্টরেট করা ব্যক্তি, শিশু থেকে বৃদ্ধ, আধুনিকমনস্কা ব্যক্তি থেকে প্রাচীন ধারণাগ্রস্থ ব্যক্তি, ধনী থেকে গরীব, অশিক্ষিত, সংখ্যালঘু, পিছিয়ে পড়া জাতি, প্রতিবন্ধী প্রভৃতি ধরনের দর্শক আসে। বিশেষ সংগ্রহশালা ছাড়া সাধারণ সংগ্রহশালাগুলোতে এই বিভিন্ন ধরনের দর্শকদের আগমন ঘটে। সুতরাং বস্তুগুলোকে প্রদর্শনের সময় এমন সব পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যে সবাই যাতে বস্তুগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষালাভ করতে পারে।

সংগ্রহশালার মধ্যে শিক্ষাদানকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি

১.২.১.১—বিদ্যালয় বা প্রথাগত শিক্ষায় সংগ্রহশালার ভূমিকা (School education)

১.২.১.২—বয়স্ক ও সাধারণ শিক্ষায় সংগ্রহশালার ভূমিকা (Adult education)

১.২.১.৩—বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শী (Special Child) মানুষদের শিক্ষায় সংগ্রহশালার ভূমিকা।

১.২.১.১—সংগ্রহশালার শিক্ষাভূমিকা উল্লেখ করতে গেলে সবচেয়ে প্রথমে যে দর্শকদের কথা মনে আসে তা হলো বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও সংগ্রহশালার ভূমিকা রয়েছে। একটি সংগ্রহশালায় বিদ্যার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যে প্রথাগত শিক্ষার্থী সংগ্রহশালায় পায়, সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নীচে বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা ও সংগ্রহশালার শিক্ষার পার্থক্য দেখানো হল :

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	বিদ্যালয়	সংগ্রহশালা
১.	শিক্ষার্থীর বিষয় নির্বাচনের ক্ষমতা	নেই	আছে
২.	শিক্ষাদানের ভিত্তি	বই	সাংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তু
৩.	সিলেবাস আবর্তিত	হ্যাঁ	না
৪.	শিক্ষাদানের পদ্ধতি	মৌখিক বক্তব্য	শ্রবণ ও দর্শন
৫.	পরীক্ষা পদ্ধতি	আছে	নেই
৬.	শিখনের সময়সূচী	আছে	নেই
৭.	শিক্ষকের অস্তিত্ব	আছে	নেই

সংগ্রহশালাগুলিকে আমরা অপ্রথাগত শিক্ষা সংস্থা হিসাবে গণ্য করতে পারি। সারা বিশ্ব জুড়ে দেখা

যায় সংগ্রহশালার শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের বেশিরভাগ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা সংগ্রহশালায় বস্তুকে দেখে যে ধরনের বিষয়ের ওপর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তা হলো—

✸ **ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ক শিক্ষা :** সাধারণ সংগ্রহশালাগুলোর বেশিরভাগ বস্তু ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ক হয়ে থাকে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক মূর্ত্তি, মুদ্রা, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐতিহাসিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ের পাঠ্য বইয়ে ছাপার অক্ষরে যে বিষয় পড়ে তা যদি সচক্ষে দেখতে পায় তাহলে পাঠ্য বইয়ের বিষয় অনেক জীবন্ত হয়ে ওঠে। পাঠ্য বইয়ে এক ঘেয়েমি থেকে তারা মুক্তি পায়। বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠে। শ্রেণিকক্ষে যখন সিন্ধুসভ্যতা পড়ানো হবে সেই সময় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গিয়ে যদি দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়ামের হরপ্পা গ্যালারি দেখানো হয়। তাহলে তার থেকে ভালো শিখন কৌশল মনে হয় আর কিছু হতে পারে না।

সংগ্রহশালাগুলি অনেকসময় তার আশেপাশের অঞ্চলের বিদ্যালয় বা কলেজের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নিয়ে অস্থায়ী প্রদর্শনী ব্যবস্থা করে। এবং নিকটবর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ করে সংগ্রহশালার শিক্ষামূলক দায়িত্ব পালন করে। শুধু প্রদর্শন নয়; সংগ্রহশালাগুলি অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহশালা শিক্ষার প্রসার ঘটায়। যেমন—সংগ্রহশালায় অবস্থিত বিভিন্ন মূর্ত্তি ও চিত্রের ওপর অঙ্কণ প্রতিযোগিতা; মাটি, প্লাস্টার অফ্ প্যারিস ও অন্য কিছু দ্রব্য দিয়ে সংগ্রহশালায় দেখা মূর্ত্তির প্রতিলিপি বানানো; ক্যুইজ প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সরাসরি অংশগ্রহণ করিয়ে সংগ্রহশালা তাদের বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষাদান কর্মসূচী গ্রহণ করে।

✸ **বিজ্ঞান শিক্ষা :** সংগ্রহশালার মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা। কারণ বিভিন্ন বিজ্ঞান ও কারিগরী সংগ্রহশালা, ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম, বিজ্ঞানকেন্দ্র প্রভৃতি গড়ে ওঠার মূল কারণ সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। আমরা বিজ্ঞানের যে সব বিষয় পাঠ্য পুস্তকে পড়ি সেগুলির বৈজ্ঞানিক জটিলতা যতক্ষণ না প্রতক্ষ্য করা যায় ততক্ষণ বোঝা সম্ভব হয় না। শিশুরা যখন সৌরজগতের গ্রহনক্ষত্র, বিভিন্ন প্রাণীর জীবনযাত্রা ও তাদের বিবর্তন, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিষয় পাঠ্যপুস্তকে পড়ে অনেকেই কাছেই তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বোধগম্য হয় না বা বিজ্ঞানের মজার বিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে না। তাই সংগ্রহশালা বিজ্ঞনের জটিল থেকে জটিলতর বিষয়গুলি বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। বিজ্ঞান সংগ্রহশালা সেভাবে শিক্ষা দেয় তা হলো—

(ক) শিশু থেকে বয়স্ক সমস্ত দর্শকদের জন্য জাতীয় বিজ্ঞান সাক্ষরতার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

(খ) বিদ্যালয় ও কলেজের জন্য বিষয়ভিত্তিক ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

(গ) বিজ্ঞানের যে সমস্ত বিষয় বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোয় শেখানো সম্ভব নয় সেখানে বিজ্ঞান সংগ্রহশালা আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে তা উত্থাপন করে।

(ঘ) বেশ রোমাঞ্চকর পরিবেশে শিশুরা মজার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা পায়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান সংগ্রহশালাগুলিতে যেসব বিশেষ অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী আছে সেগুলি হলো—

* **প্রদর্শনে অংশগ্রহণ** (Participatory Exhibits) : একটি পুরানো চীনা প্রবাদবাক্য আছে যে 'আমি

শুনি আমি ভুলে যাই, আমি দেখি আমি মনে রাখি, আমি করি আমি বুঝতে পারি,সুতরাং শিক্ষার্থীরা যখন কোনো বিষয় হাতে কলমে করবে তার ফলে যে শিক্ষা পাবে সেটা তার বোধগম্য হবে এবং সব সময়ের জন্য মনে থাকবে। বিজ্ঞান সংগ্রহশালাগুলোয় এরকম কিছু কক্ষ আছে যেখানে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন মডেল বানাবে বা প্রদর্শনের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে প্রদর্শনের বিষয় বস্তু অনুধাবন করবে।

* **আবিষ্কার কক্ষ (Discovery Room) :** যে-কোনো বিজ্ঞান সংগ্রহশালায় আবিষ্কারক কক্ষ খুবই জনপ্রিয়। আবিষ্কারক কক্ষের ধারণাটি আমেরিকার ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম থেকে আসে। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান সংগ্রহশালাগুলির আবিষ্কার কক্ষ খুবই জনপ্রিয়। নিউ দিল্লীর ন্যাশানাল মিউজিয়াম অফ্ ন্যাচারাল হিস্ট্রি সংগ্রহশালায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নমুনা নিজ হাতে পরীক্ষণ করতে পারে এবং নমুনা দেখে শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন দিকে ভাবনা চিন্তা করতে পারে। আবিষ্কার কক্ষে শিশুরা বয়স্কদের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খেলার ছলে হাতে কলমে কাজ করে দেখতে পারে। এই কক্ষে শিক্ষার্থীরা খুদে বৈজ্ঞানিক ভাবনায় ভাবিত হয়।

সংগ্রহশালায় আবিষ্কারক কক্ষ

* **তারামন্ডল :** অনেক বিজ্ঞান সংগ্রহশালাতেই তারামন্ডল থাকে। যেখানে শিক্ষার্থীরা আকাশের বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রের খোঁজ পায় এবং তাদের সম্বন্ধে জানতে পারে। কলকাতার বিড়লা ইন্ড্রাসট্রিয়াল এন্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম এর ছাদে একটি টেলিস্কোপ রাখা আছে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সরাসরি আকাশের বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

* **বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রদর্শন :** বিজ্ঞান সংগ্রহশালায় বিজ্ঞান বিষয়ের স্থায়ী প্রদর্শন কক্ষ ছাড়াও। বিজ্ঞানের অনেক বিষয় নিয়ে ছোটো ছোটো প্রদর্শন করা হয়। বিড়লা সংগ্রহশালায় বুদবুদের প্রদর্শন, ত্রিমাত্রিক প্রদর্শন, বিস্ময়কর রসায়ন, হাইভোল্টেজ প্রদর্শন, অঙ্ক ম্যাজিক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞান ও প্রযক্তি সংগ্রহশালায় যেমন ভৌত ও রাসায়নিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় প্রদর্শনের মাধ্যমে শেখানো হয় তেমনি বিভিন্ন প্রাকৃতিক ইতিহাস সংগ্রহশালায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর ওপর শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাকৃতিক ইতিহাস সংগ্রহশালায় বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের জীব ও তার সঙ্গে জড় বস্তুর সম্পর্ক প্রভৃতি দেখানো হয়। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের একটি করে সংগ্রহশালা থাকে। এই সংগ্রহশালাগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে নমুনা নিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। যদিও এই ধরনের সংগ্রহশালাগুলি মূলত গবেষণামূলক কাজের জন্যেই ব্যবহৃত হয়।

* **ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষা :** সাধারণভাবে সংগ্রহশালার মাধ্যমে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দানের পরিমাণ বেশি। কিন্তু এটাও মনে রাখা জরুরী যে সংগ্রহশালাগুলির প্রাথমিক কাজ আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা। সেই হিসাবে সংগ্রহশালা কোনো অঞ্চলের কোনো গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরে। বাইরের দর্শকরা সেই সংগ্রহশালা ভ্রমণের মাধ্যমে ওই অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে পারে। এছাড়া সংগ্রহশালায় বিভিন্ন পান্ডুলিপি, শিলালিপি, মৃত্তিকালিপি প্রভৃতি থেকে কোনো অঞ্চলের ভাষা সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করা যায়।

১.২.১. ২ বয়স্ক ও সাধারণ শিক্ষায় সংগ্রহশালার ভূমিকা : সংগ্রহশালার মাধ্যমে বিদ্যার্থীদের শিক্ষা দেওয়া বর্তমানে বহুল প্রচলিত বিষয়। তবে সংগ্রহশালা তার সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষার্থীর শিক্ষা দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। সংগ্রহশালা বয়স্ক ও সাধারণ মানুষদেরও বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তবে এই শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষার মতো কোনো পাঠ্যসূচীর অন্তভূর্ক্ত নয়। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে যা কাজে লাগবে তার ওপর ভিত্তি করে সংগ্রহশালা বয়স্ক শিক্ষার

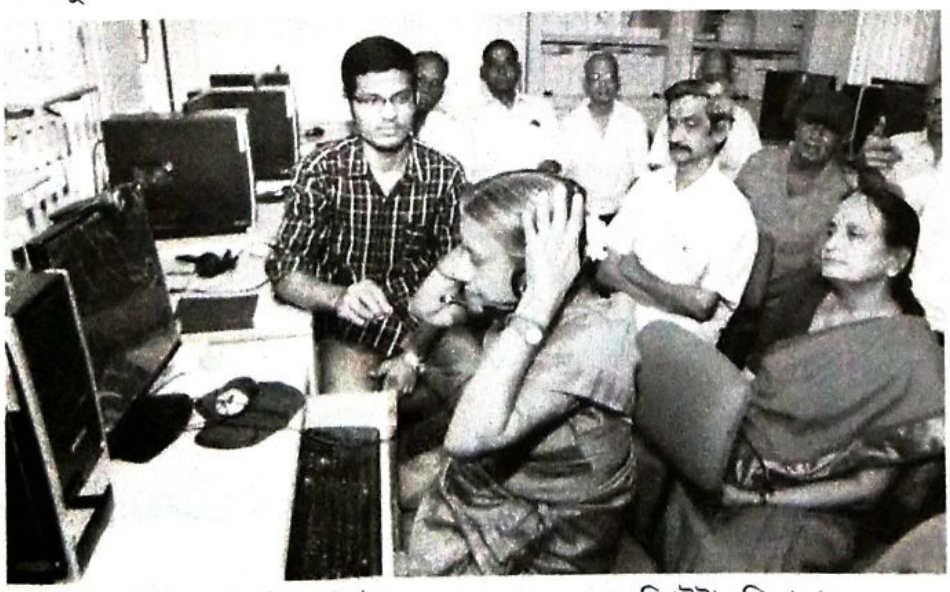

বিড়লা মিউজিয়ামের উদ্যোগে বয়স্ক মানুষদের কম্পিউটার শিক্ষা দান

ওপরে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান সংগঠিত করে। বয়স্ক ও সাধারণ শিক্ষার জন্য সংগ্রহশালাগুলি যে ধরনের উদ্যোগ নেয় তা হলো—

* প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সংগ্রহশালাগুলির প্রাথমিক দায়িত্ব কোনো অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও

প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের উপাদানগুলির সংগ্রহ করে সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রদর্শন করা যার দ্বারা ওই অঞ্চলের বা অঞ্চলের বাইরের মানুষের কাছে কোনো গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা যায়। সুতরাং সাংস্কৃতিক উপাদান প্রদর্শনের মাধ্যমে বয়স্ক ও সাধারণ মানুষকে তাদের সাংস্কৃতিক বিষয়ে সচেতন করা সংগ্রহশালার একটি সামাজিক দায়িত্ব। এক্ষেত্রে বর্তমানে নবসংগ্রহশালা বিদ্যার প্রভাবে সংগ্রহশালাগুলি গোষ্ঠীর মানুষদেরও সংগ্রহশালার অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশগ্রহণ করানোর চেষ্টা করছে।

* সামাজিক শিক্ষা : সংগ্রহশালাগুলি শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক শিক্ষাই নয় বর্তমান সমাজের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা প্রদর্শনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরে তাদের সচেতন করে। বিজ্ঞান সংগ্রহশালাগুলিতে পরিবেশ দূষণ ও তার ফলাফল নিয়ে প্রদর্শনী করা হয়। বিভিন্ন কুসংস্কারের কুপ্রভাব তুলে ধরা হয়। এমনকি দেখা গেছে সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত চিত্রের (বিশেষত Scroll painting) মাধ্যমে পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়।

* **মূলবোধের শিক্ষা** : বিভিন্ন ধর্মীয় ও জীবনীমূলক সংগ্রহশালাগুলি তাদের প্রদর্শনের মাধ্যমে মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়। রামকৃষ্ণ মিশন সংগ্রহশালা, গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয় প্রভৃতি সংগ্রহশালায় এধরনের মূল্যবোধের শিক্ষা পাওয়া যায়।

* **স্বাস্থ্যশিক্ষা** : বর্তমনে সংগ্রহশালার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো গোষ্ঠীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটানো। সামগ্রিক বিকাশের মধ্যে একটি অগ্রগণ্য ক্ষেত্র হলো স্বাস্থ্য। যদিও সংগ্রহশালা সরাসরি স্বাস্থ্যবিদ্যায় কোনো বস্তু সংগ্রহ বা প্রদর্শনের সঙ্গে সেইভাবে জড়িত থাকে না তবুও কিছু কিছু সংগ্রহশালা বিশেষত ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদ ও তার ব্যবহার নিয়ে স্থায়ী প্রদর্শন করে। এই সব প্রদর্শনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ দেশীয় ভেষজ ওষুধ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে।

১.২.১.৩ বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শী মানুষদের শিক্ষায় সংগ্রহশালার ভূমিকা :

বর্তমানে সংগ্রহশালা সবার জন্য, তাই সংগ্রহশালার পরিচালকেরা সংগহশালাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চাইছে যে তা যেন গোষ্ঠীর সমস্ত মানুষের কাছে দ্রষ্টব্যের বিষয় হয়। বিশেষত বিশেষ ক্ষেত্রে

অন্ধ মানুষদের জন্য বস্তু প্রদর্শন

পারদর্শী মানুষদের শিক্ষার বিনোদনের জন্য সংগ্রহশালার অনেক দায়িত্ব রয়েছে, দিল্লীর ন্যাশানাল মিউজিয়ামে 'অনুভব' নামক একটি বিশেষ প্রদর্শন কক্ষ রয়েছে যেখানে প্রায় ২২টি ঐতিহাসিক, সুন্দর এবং বৌদ্ধিক বিকাশের বস্তু রয়েছে। এইগুলি মূলত বিভিন্ন মূর্ত্তি, চিত্র এবং ব্যবহারিক বস্তু। এই প্রদর্শন কক্ষটি ইউনেস্কো, সাক্ষহাম (Saksham—এটি একটি অন্ধ মানুষদের ওপর কাজ করা এন. জি. ও), ওপেন

নলেজ কমিউনিটি, দিল্লী আই. আই. টি প্রভৃতি বিশেষ সংস্থার সাহায্যে অডিও গাইড ও ব্রেইল (অন্ধ মানুষদের পড়ার অক্ষর) লেবেলের দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। অন্ধ মানুষেরা এখানে এসে বস্তুগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংগ্রহশালা পৌঁছানোর এটি একটি জলন্ত উদাহরণ। ন্যাশানাল মিউজিয়ামের প্রদর্শন কক্ষই শুধু নয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বিড়লা ইন্ড্রাসট্রিয়াল এন্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে অন্ধ মানুষের জন্য বস্তু প্রদর্শন করা রয়েছে। তবে বি. আই. টি এম. শুধুমাত্র প্রদর্শনেই সীমাবদ্ধ নেই, ২০১৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে মানসিক প্রতিবন্ধী মানুষদের ওপর কাজ করা একটি এন.জি.ও এর সাথে যৌথ উদ্যোগে দুদিনের 'ওপেন দ্য ডোর' নামক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যেখানে ক্যুইজ, পোস্টার প্রতিযোগিতা, নাটক, গান প্রভৃতির মাধ্যমে মানসিক প্রতিবন্ধী মানুষদেরকে অংশগ্রহণ করিয়ে তাদের মানসিক বিকাশের প্রচেষ্টা করা হয়। শুধুমাত্র অন্ধ ও মানসিক প্রতিবন্ধী নয় যারা বিকলাঙ্গ তাদের জন্য সংগ্রহশালায় হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা রাখা হয়। শুধু তাই নয় সংগ্রহশালায় প্রবেশ করা থেকে এক প্রদর্শন কক্ষ থেকে অন্য প্রদর্শন কক্ষে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি পাশাপাশি ঢালু রাস্তা বা রাম্ফ করা থাকে। দিল্লীর ন্যাশনাল সংগ্রহশালা সহ ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর সমস্ত বৃহৎ সংগ্রহশালায় এই ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যাবে।

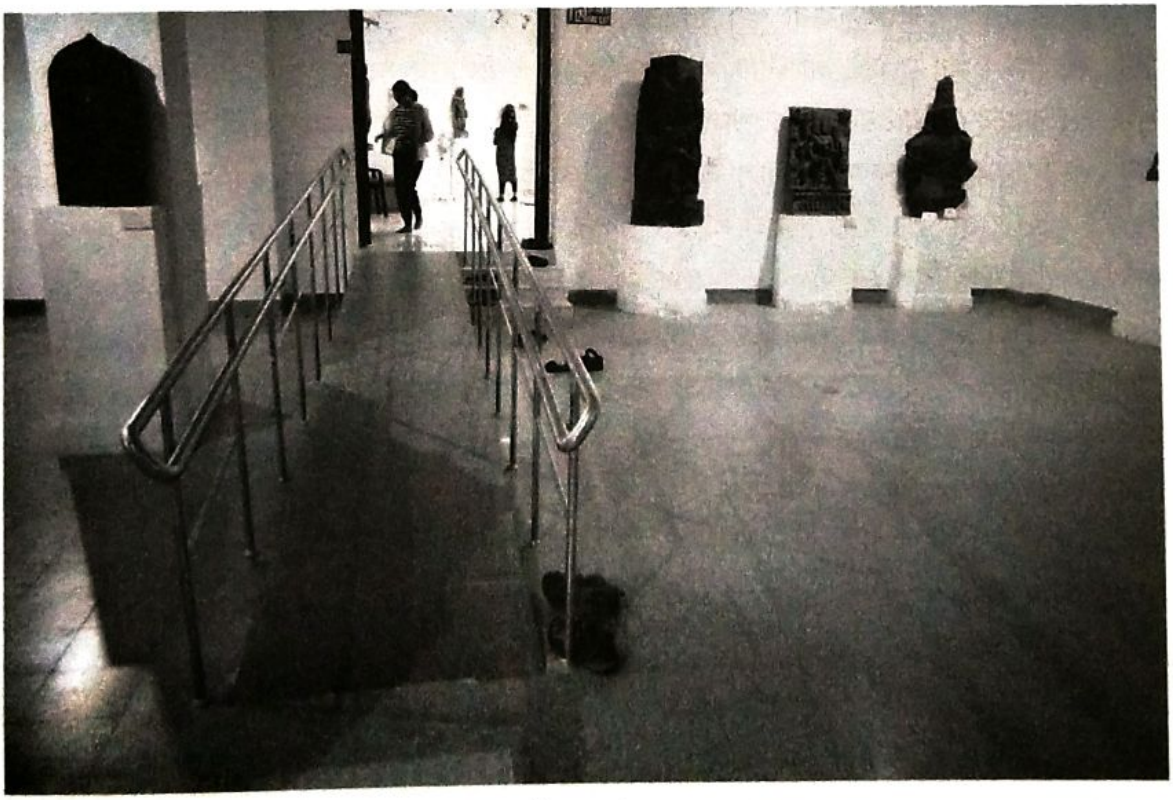

দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালায় হুইল চেয়ারের জন্য রাম্পের ব্যবস্থা

১.২.২ সংগ্রহশালার বাহ্যিক কর্মসূচীর মাধ্যমে—

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য সংগ্রহশালা— এই ধারণা যখন থেকে তৈরী হয়েছে তখনি ভাবনা আসে যে সংগ্রহশালায় যদি মানুষ আসতে না পারে মানুষের কাছে সংগ্রহশালা পৌঁছে যাবে। গত শতাব্দীর

সাতের দশকে নব সংগ্রহশালা বিদ্যার তত্ত্ব অনুযায়ী সংগ্রহশালা চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। কিন্তু তারও আগে ভাবনা আসে সমাজের যে সমস্ত প্রান্তিক মানুষেরা সংগ্রহশালা কি বস্তু জানে না তাদের কাছে পৌঁছোতে হবে। এর পর থেকেই সংগ্রহশালার বাহ্যিক প্রদর্শন শুরু হয়। সংগ্রহশালা বাহ্যিক বস্তু প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তা হলো—

(ক) ঋণসামগ্রী (Loan Kit) : সংগ্রহশালা বাহ্যিক প্রদর্শনের একটি ব্যাপক প্রচলিত এবং জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো সংগ্রহশালার সংগৃহীত বস্তু কোনো সংস্থাকে ঋণ হিসাবে অস্থায়ী সময়ের জন্য দিয়ে সেই সংস্থার মাধ্যমে প্রদর্শন ঘটানো। সাধারণত সংগ্রহশালার সংগ্রহ থেকে বস্তু ঋণ হিসাবে প্রদর্শনের জন্য দেওয়া হয়। ঋণসামগ্রী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিদ্যালয় বা অন্য কোনো সংগ্রহশালাকে দেওয়া হয়। বিদ্যালয় ঋণসামগ্রী হলো একটি বাক্স যার মধ্যে ওই বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের নমুনা বা বস্তু থাকে। যেমন—জীবাশ্ম, খনিজ পদার্থ, বিভিন্ন ধরনের পাথর, উদ্ভিদ ও প্রাণীর নমুনা, ভৌগোলিক মানচিত্র, বিভিন্ন ঐতিহাসিক মানচিত্র ও চার্ট, পুরানো ভাষার পুঁথি প্রভৃতি। সাধারণত ঋণ সামগ্রীর বাক্সে সংগ্রহশালার আসল বস্তুর প্রতিলিপি থাকে। বিদ্যালয়ে ঋণসামগ্রী নেওয়ার আগে সংগ্রহশালার শিক্ষাবিভাগের অফিসারদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বৈঠক জরুরী। শিক্ষক মহাশয়গণ তাদের বিষয় এবং ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণী অনুযায়ী ঋণ সামগ্রীর বস্তু সম্বন্ধে সংগ্রহশালার শিক্ষা বিভাগের অফিসারদের অবহিত করবেন। ঋণ সামগ্রী পাওয়ার পর বিদ্যালয়গুলি যথাযথ স্থানে বস্তু সুরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করে প্রদর্শনী শুরু করবে। সাধারণত সংগ্রহশালা থেকে দূরবর্তী স্থানের বিদ্যালয়গুলিতেই ঋণ সামগ্রী দেওয়া হয় যেখান থেকে ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রহশালা ভ্রমণ করা কষ্টসাধ্য। অনেক সময় কোনো সাংস্কৃতিক সংস্থাকেও ঋণসামগ্রী দেওয়া হয় বয়স্ক ও বিকলাঙ্গ মানুষদের কাছে বস্তু প্রদর্শনের জন্য। সংগ্রহশালা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সংগ্রহশালার বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ শিখন উপকরণ হয়ে উঠতে পারে। আমেরিকার পিটাসবার্গে কার্ণেগী মিউজিয়াম অফ্ ন্যাচারাল হিস্ট্রি একটি অনুষ্ঠান করে যার মূল ভাবনা হলো—'শ্রেণিকক্ষে সংগ্রহশালা আনা'। ভারতের ন্যাশানাল মিউজিয়াম অফ্ ন্যাচারাল হিস্ট্রি তার উদ্দেশ্য বিধিতে লিখেছে—

* বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর পরিবেশ শিক্ষাকে সাহায্য করতে সংগ্রহশালা ভিত্তিক শিক্ষামূলক প্রকল্পের উন্নয়ন ঘটানো।

* পরিবেশ শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য পরিবেশ শিক্ষার উপকরণ যেমন অডিও ভিডিও ব্যবস্থা, স্বল্পখরচের শিখন উপকরণ, বিদ্যালয়ের ঋণ সামগ্রী প্রভৃতি তৈরী করা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সংগ্রহশালাগুলি তাদের বাহ্যিক প্রদর্শনের মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়ন ঘটানোর একটি বিরাট দায়িত্ব নিয়েছে।

(খ) মিউজিও বাস বা ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শন গাড়ী (Museo Bus) সংগ্রহশালার বাহ্যিক কর্মসূচীর মধ্যে মিউজিও বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শন মাধ্যম। মিউজিও বাস হলো বাসের মতো একটি গাড়ী যার ভেতরে বিভিন্ন ধরনের বস্তু প্রদর্শন করা থাকে। এই গাড়ীটিকে কোনো অঞ্চলে গিয়ে সংগ্রহশালার বস্তুগুলিকে প্রদর্শন করে। দর্শকেরা এক এক করে বাসের মধ্যে প্রবেশ করে বস্তু দর্শন করে অনেক সময় গাড়ীটির

বাইরের দেওয়ালেও বস্তু প্রদর্শন করা থাকে। বিভিন্ন দূরবর্তী বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী খুবই জনপ্রিয়।

পৃথিবীর প্রথম ভ্রাম্যমান চিত্র সংগ্রহশালা হলো ভার্জিনিয়ার রিচমন্ড আর্টমোবিল। এটি ১৯৫৩ সাল থেকে বিভিন্ন চিত্র নিয়ে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। ১৯৬৫ সালে কলকাতার বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম মিউজিও বাস বা ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শন গাড়ী চালু করে। **'বিনোদনের সাথে শিক্ষা'** নামক তামিলনাড়ু সরকারের সংগ্রহশালা বিভাগের একটি প্রকল্পে মিউজিও বাস চালু করা হয়। এই গাড়ীর নাম ছিল **'চাকার ওপর সংগ্রহশালা' (Museum on wheels)**।

চলমান সংগ্রহশালায় বাসের ভেতরে প্রদর্শন কক্ষ

* **(গ) ভ্রমণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক স্থান দর্শন (Field Trip and Nature Study)** সংগ্রহশালার বাহ্যিক কর্মসূচীর মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রসার ঘটানোর আরও একটি মাধ্যম হলো কোনো অঞ্চলের শিক্ষার্থী বা সাধারণ মানুষদেরকে নিয়ে ভ্রমণের মাধ্যমে ইতিহাস ও প্রকৃতি পাঠের আয়োজন করা। সংগ্রহশালার চরিত্র অনুযায়ী সংগ্রহশালাগুলি ভ্রমণের অঞ্চল বাছাই করে। যেমন সাধারণ, প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক সংগ্রহশালাগুলি সাধারণত কোনো ঐতিহাসিক স্থান বা প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ক্ষেত্রে দর্শকদের নিয়ে গিয়ে সাংস্কৃতি ঐতিহ্যের বস্তু দর্শন করায়। এক্ষেত্রে ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে অভিজ্ঞ কোনো গাইডের দ্বারা ভ্রমণ কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়। আবার বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক ইতিহাস সংগ্রহশালাগুলি কোনো জঙ্গল, সমুদ্র উপকূল বা পার্বত্য ও মালভূমি অঞ্চলে ভ্রমণ কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান যেমন উদ্ভিদ, প্রাণী, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি সম্বন্ধে পাঠ্যদান করে। বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এই ধরণের ভ্রমণে উৎসাহী হয় এবং প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে প্রকৃতিকে তারা সহজে চিনতে পারে। ভারতে বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির সর্বোচ্চ সংস্থা ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ্ সায়েন্স মিউজিয়ামের

(NCSM) অধীন বিজ্ঞান সংগ্রহশালাগুলি প্রকৃতি পাঠের জন্য ভ্রমণ কর্মসূচী গ্রহণ করে।যেমন—দীঘা সায়েন্স সেন্টার থেকে নিকটবর্তী সমুদ্র উপকূলে 'সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের' ওপর একটি ভ্রমণে সূচী আয়োজন করা হয়েছিল। এরকমভাবে অন্যান্য বিজ্ঞান সংগ্রহশালাগুলিও শুধুমাত্র প্রকৃতি পাঠ নয়, প্রকৃতি যে আমাদের ঐতিহ্য এবং তা সংরক্ষণ করা দরকার সেই সম্বন্ধে সঠিক পাঠ দেওয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করে।

(খ) গ্রীষ্মকালীন বা শীতকালীন শিবির (Summer/Winter Camp) : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন অবকাশের সময় সংগ্রহশালাগুলি শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিবিরের আয়োজন করে। তবে এই শিবির সংগ্রহশালার নিজস্ব ভবনে হতে পারে আবার কোনো সংস্থার সহযোগিতায় সংগ্রহশালার উদ্যোগেও হতে পারে। এই শিবিরগুলিতে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিভিন্ন মডেল, ছবি আঁকা, হস্তশিল্প, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র তৈরী করা প্রভৃতি কর্মের মাধ্যমে ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভাষা প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিবিরগুলি একদিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে তেমনি তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। দিল্লীর বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রতি বছর মে—জুন মাসে তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গ্রীষ্মকালীন শিবিরের আয়োজন করে। কলকাতার বিড়লা ইন্ডাসট্রিয়াল এন্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম প্রতিবছর গ্রীষ্মকালীন ও পূজাকালীন অবকাশের সময় দুই সপ্তাহ ধরে ভূ গোল, প্রাথমিক জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীবনবিজ্ঞান, রোবট প্রভৃতির বিষয়ের ওপর বিজ্ঞান শিবিরের আয়োজন করে। এই শিবিরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যোগদান করে এবং হাতে কলমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

১.৩ গোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নে সংগ্রহশালার ভূমিকা :

একসময় সংগ্রহশালা বলতে মানুষ বুঝতো পুরানো বস্তুর সংরক্ষণাগার। ধীরে ধীরে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে সংগ্রহশালা শুধু আর বস্তুর সংরক্ষণাগার রইল না, বস্তুর প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে শুরু করল। কিন্তু সংগ্রহশালার দায়িত্ব কেবলমাত্র সেখানেই থেমে থাকল না। গত শতাব্দীতে নব সংগ্রহশালা বিদ্যার বিস্তারের ফলে সংগ্রহশালাকে কিভাবে গোষ্ঠীর সামগ্রিক বিকাশে কাজে লাগানো যায় তার ভাবনা শুরু হলো আর কোনো গোষ্ঠীর সার্বিক বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো গোষ্ঠীর আর্থিক বিকাশ ঘটানো। যদিও প্রথাগত সংগ্রহশালাগুলি গত শতাব্দী অবধি আর্থিক উন্নয়নের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ভাবনা চিন্তা শুরু করেনি কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে বিশ্বায়নের প্রভাব খুব বেশি করে পড়ার ফলে সংগ্রহশালাগুলি গোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নেও কিভাবে সাহায্য করা যায় তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করল। সংগ্রহশালাগুলি যে পদ্ধতিতে গোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নে সামিল হতে পারে তা হলো—

* প্রথমেই দেশের প্রতিটি সংগ্রহশালাকে দেশের বা রাজ্যভিত্তিক পর্যটন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করলে পর্যটকরা সংগ্রহশালা পরিদর্শনে আসবে এবং তাতে একদিকে যেমন সংগ্রহশালার আয় বৃদ্ধি পাবে তেমনি সংগ্রহশালার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দোকান বাজারগুলিরও ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে।

* সংগ্রহশালা ভ্রমণের সময় গাইড বা পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়। অনেক সময়ই দেখা যায় সংগ্রহশালাগুলিতে স্থানীয় শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা সংগ্রহশালায় গাইডের কাজ করে। এইভাবে কিছুটা হলেও সংগ্রহশালাগুলি কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে।

* দেশে সংগ্রহশালার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সংগ্রহশালার দৈনিক কর্ম পরিচালনার জন্য কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। বিশেষত সংগ্রহশালাবিদ্যা ও ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীরা সংগ্রহশালার বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে পারে।

* বিভিন্ন সংগ্রহশালা স্থানীয় হস্তশিল্পকে তাদের প্রদর্শন কক্ষ সাজিয়ে রাখে। ভ্রমণকালে পর্যটকরা সেই সব হস্তশিল্পকে ঐ স্থানের ভ্রমণের স্মৃতি হিসাবে সংগ্রহ করতে চায়। সংগ্রহশালা অনেকসময় স্থানীয় শিল্পীদের কাছ থেকে ওই সমস্ত হস্তশিল্প ক্রয় করে পর্যটকদের বিক্রী করে তাতে স্থানীয় মানুষদের আর্থিক বৃদ্ধি ঘটে। সংগ্রহশালার মধ্যে আলাদাভাবে বিক্রয়কেন্দ্র থাকে যাকে মিউজিয়াম সোপ (Museum Shop) বলা হয় যেখানে ঐ হস্তশিল্প পাওয়া যায়। শুধুমাত্র হস্তশিল্প নয় অনেকসময় সংগ্রহশালার দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রতিলিপি (replica) ও বিক্রয় হয়। সেই সব প্রতিলিপি অনেকসময়ই স্থানীয় শিল্পীরা তৈরী করে যার মাধ্যমে সংগ্রহশালা স্থানীয় গোষ্ঠীর আর্থিক বৃদ্ধি ঘটে।

* নব সংগ্রহশালা বিদ্যার তত্ত্বে সংগ্রহশালাগুলি গোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নে বেশি জোর দেয়। এবং সেই উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রে যে সব প্রকল্প নেওয়া হয় তার মধ্যে গোষ্ঠীর মানুষকে সামিল করানো হয়। এই সংগ্রহশালাগুলি তাদের নিজস্ব ভবনে বা বাইরের কোনো স্থানে স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে বিশেষজ্ঞরা স্থানীয় শিল্পীদের হাতে কলমে কাজ শেখায় এবং সেই কাজ শেখার পরে ভবিষ্যতে কিভাবে উপার্জন করবে তারও পথ দেখিয়ে দেয়। অনেক সময়ই আমরা দেখেছি স্থানীয় শিল্পীরা যে সব হস্তশিল্প তৈরী করে সেগুলির বাহ্যিক আবরণ এমন হয় যে তা বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করার উপযুক্ত নয়। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ও প্রশিক্ষণে সেই শিল্পীরা তাদের বস্তুকে বাণিজ্য করার মতো করে গড়ে তুলতে পারে। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ নয় সংগ্রহশালাগুলি সেই বস্তুর বাজার তৈরীরও ব্যবস্থা করে।